বাংলাদেশের গণতন্ত্র কোন পথে?

অধ্যাপক রওনক জাহান, ২৭ মার্চ ২০১২

গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে খুব সহজেই অনুমান করা সম্ভব নয়। তা না হলেও এটা বলা যায় যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রতি বিপুল জনসমর্থন রয়েছে এবং এই সমর্থন আরো শক্তিশালী হয় সামরিক সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (২০০৬-২০০৮) যখন সকলেই অনুধাবন করে যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর ন্যূনতমভাবে আশা করা হয়েছিল যে পরবর্তী নির্বাচনে কোন ধরনের অনিশ্চয়তামূলক ঘটনাকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পাদনের লক্ষ্যে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ঐক্যমত্যের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে এখনো পর্যন্ত রাজনৈতিক দলসমূহ পারস্পারিক বিরোধীমূলক সম্পর্কে লিপ্ত এবং পরবর্তী নির্বাচনের জন্য কোন Ground Rule-এ মতৈক্যে তাঁরা পৌঁছতে পারেননি। এটি আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্যে মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়।

এছাড়াও যে সমস্ত মানদন্ডের ভিত্তিতে সাধারণত গণতন্ত্রের গুণগত মান পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে তার প্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে, এ দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত খুব একটা সুপ্রশন্ন নয়। এখানে আমি এরকমই তিনটি মানদন্ডের ভিত্তিতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১) আইনের শাসনঃ

গণতন্ত্রেও মান নিরূপনের ক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাটি হিসেবে বিবেচিত। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার কিছু সফলতা অর্জন করেছে। বিগত ৩ বছরে এর আগের সরকারের আমলে (২০০১-২০০৬) ঘটে যাওয়া বোমা-গ্রেনেড হামলার মতো কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি দেশের জনগণ।

এতদ্বসত্ত্বেও কিছুকিছু বিষয় রয়েছে যা উৎকণ্ঠার জন্ম দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলতে পারি, সরকারী প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের রাজনীতিকরণ ও বিভক্তিকরণ এখনও বিদ্যমান। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। অনেকের মতে বিচার বিভাগও দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। বিচার বহির্ভূত হত্যাকে নিরসনের লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রতিজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও সরকারের কিছু কিছু বক্তব্য থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যাকে বৈধ করার প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। উপরন্তু ছাত্রলীগের সহিংস কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কোন কার্যকর পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ্য নয়।

(২) জবাবদিহিতাঃ

আনূভুমিক জবাবদিহিতা (Horizontal Accountability) হচেছ গণতন্ত্রের আর একটি অন্যতম মানদন্ড। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Branch) সমূহের মধ্যে check and balance থাকা অন্যন্ত প্রয়োজন। কার্যকরী সংসদের এখানে একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান সরকার সংসদের কার্যক্রম শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। যেমন নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় কমিটি গঠণ করেছে সরকার এবং প্রথমবারের মতো বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের কমিটির সভাপতিত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংসদ তেমন একটা কার্যকর হয়নি। বিশেষ কোনো আলোচনা ছাড়াই পঞ্চদশ

সংশোধনী সংসদে পাশ হওয়াটা সংসদের দুর্বলতার পরিচায়ক। বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের সংসদ বর্জনের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। এবং তা বিগত সময়ের রেকর্ড সমূহকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ৮৪% অধিবেশন বর্জন করার মাধ্যমে।

এছাড়াও আরোও অনেক horizontal accountability প্রতিষ্ঠান আছে যা মেতন জোরদার নয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা সীমিত করা হযেছে। এখন সবাই অবশ্য নির্বাচন কমিশনের দিকে তাকিয়ে আছে। এর মধ্যে কিছু কিছু কাজ নির্বাচন কমিশন সফলভাবে করেছে। এ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ২টি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। একটি হচ্ছে পৌরসভা নির্বাচন অন্যটি হচ্ছে উপজেলা নির্বাচন। আপেক্ষিকভাবে এ নির্বাচন দুটিকে সুষ্ঠু বলে বিবেচনা করা যায় যেখানে নির্বাচনী ফলাফল আওয়ামীলীগ ও বিএনপি'র মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। কিন্তু তারপরেও ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশন কতটুকু স্বাধীনবাবে কাজ করতে পারবে তা আমাদের দেখতে হবে।

৩) Voice (কণ্ঠ)

গণতন্ত্রের মানদন্ড হিসেবে Voice (কণ্ঠ) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কণ্ঠ বলতে মূলত ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সুশীল সমাজের স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে। সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী মনোভাব পোষণ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, সুশীল সমাজ বা গণমাধ্যমের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সহিষ্ণু নয় যদিও নির্বাচনী ইশতেহার-এ 'দিন বদলের' যে কথা বলা হয়েছে তা Voice-কে শক্তিশালী করার পক্ষে।

তবে সবচেয়ে উৎকণ্ঠার বিষয় হলো বিগত ৩ বছরের সরকারের শাসনামলে বিরোধও বর্জনের রাজনীতি (Politics at Confrontation & Exclusion) যা অতীতেও ছিল তা এখনো আছে। এই বিরোধ ও বর্জনের রাজনীতির জন্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আমরা প্রতিষ্ঠাকরণ রূপ দিতে পারছিনা এবং এরই ফলশ্রুতিতে সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করেছিল সরকার পদ্ধতিতে। তাই এক্ষেত্রে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে তারা বিরোধ ও বর্জনের রাজনীতি পরিহার করবে।

উভয় দলকেই অনুধাবন করতে হবে যে, গণতন্ত্রে সবসময়ই একটি সরকারি ও একটি বিরোধী দল থাকবে। এই দুই দলই রাজনৈতিকভাবে বৈধ। কোন দলেরই আচরণ এমন হওয়া উচিত নয় যা প্রতিপক্ষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করবে।